দৈনিক ইত্তেফাক

95

তারিখ ... 30 JUL 1998 ...
পৃষ্ঠা: ৭ কলাম ৪

# ঢাকা ভার্সিটিতে ৭০ ভাগ বর্ধিত বেতন হ্রাস

**বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥** গতকাল (বুধবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ধিত ছাত্রবেতন ও বিবিধ ফি নিয়া চলমান সংকটের অবসান হইয়াছে। গতকাল পরিবেশ পরিষদের এক বৈঠকে ৭০ ভাগ বর্ধিত বেতন-ফি প্রত্যাহারের শর্তে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহিত আন্দোলনরত ছাত্র সংগঠনগুলির আপোষরফা হইয়াছে। ফলে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য এবং সাধারণ ছাত্রদের একটি অংশ তাহাদের আন্দোলন কর্মসূচী স্থগিত ঘোষণা করিয়াছে। ৭০ ভাগ প্রত্যাহারের ফলে এখন ৪৯০ টাকার বর্ধিত বেতন ফি আর দিতে হইবে না। ইহার মধ্যে শিক্ষা উন্নয়ন ফি হিসাবে চার বৎসরের জন্য ৩০০

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

## ঢাকা ভার্সিটিতে

*(প্রথম পৃঃ পর)*

টাকা নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত ছিল উহা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। পরিচয়পত্র ফি বাবদ ৫০ টাকার পরিবর্তে ১০ টাকা নেওয়া হইবে, বিশ্ববিদ্যালয় নিবন্ধন ফি ১৫০ টাকার পরিবর্তে ১০০ টাকা নেওয়া হইবে এবং কোর্স পরীক্ষার ফি ৮০০ টাকার পরিবর্তে ৭০০ টাকা করা হইয়াছে। ইহার প্রেক্ষিতে বিএ, বিএসএস, বিবিএ ও এলএলবি'র বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির জন্য ২৭৩০ টাকার পরিবর্তে ২২৪০ টাকা দিতে হইবে এবং বিএসসি (গণিত ও পরিসংখ্যান ব্যতীত) ও বিফার্ম-এ ভর্তির ক্ষেত্রে ২৮১৫ টাকার পরিবর্তে ২৩২৫ টাকা দিতে হইবে। ইহাছাড়া সমঝোতা হয় যে, বিভিন্ন বিভাগের ও হলের বর্ধিত ফিও হ্রাস করা হইবে এবং কিস্তিতে নেওয়া হইবে।

গতকাল রেজিস্ট্রার বিল্ডিংস্থ সিনেট কক্ষে ভিসি ডঃ আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই পরিবেশ পরিষদের সভায় ছাত্রলীগ, গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য, জাসদ ছাত্রলীগ এবং ৪টি ছাত্র সংগঠন যোগ দেয়। ছাত্রদল সভায় যোগ দেয় নাই। রাতে সিন্ডিকেটের এক সভায় ৭০ ভাগ কমানোর সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়।

গতকাল বিকালে ছাত্রঐক্য মুধর ক্যান্টিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বর্ধিত বেতন-ফি হইতে ৭০ ভাগ প্রত্যাহারকে তাহাদের আন্দোলনের বিজয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। ছাত্র নেতারা বলেন, আমাদের পরবর্তী আন্দোলন হইবে ক্যাম্পাসকে অছাত্র বহিরাগতমুক্ত করা।

এদিকে ছাত্র ফেডারেশন, জাতীয় ছাত্রদল, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী ও ছাত্রঐক্য ফোরাম এক বিবৃতিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্ধিত বেতন-ফি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার না করিয়া ৭০ ভাগ কমানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সাধারণ ছাত্রদের একটি অংশও এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিয়াছে।